

# “কর্মসংস্থান বিপ্লব”

ডাঃ মোঃ ইবনুল হাসান

পৃথিবীর সবচেয়ে জনবহুল দেশগুলোর মধ্যে অন্যতম বাংলাদেশ । দারিদ্র, ক্ষুধা, অশিক্ষা, বেকারত্ব, দুর্নীতি, রাজনৈতিক অস্থিরতা, সং ও যোগ্য নেতৃত্বের প্রকট অভাবে দেশের উন্নয়ন আজ বাধাগ্রস্ত। শুধুমাত্র ঘুষ আর দুর্নীতির মাধ্যমে যে বিপুল পরিমাণ অর্থের অপব্যয় হয় তা দিয়ে বেকারত্ব দূর করা ও পুলিশ বাহিনীর বেতন বৃদ্ধি ও আধুনিকায়নের মাধ্যমে সন্ত্রাস দমন করা সম্ভব। আর এরজন্য প্রয়োজন শুধুমাত্র সদিচ্ছা। নানা ধরনের প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় সম্পদ হলো জনসংখ্যা যা আজ বোঝায় পরিণত। কিন্তু বিপুল এই জনগোষ্ঠীর মাঝে থেকেই এক শ্রেণীর মানুষ দিনকে দিন তাদের অবস্থার উন্নতি করে চলেছে। ফলে ধনী আর গরীর ব্যবধান ক্রমশঃ বাড়ছে। কিন্তু সমাজের সাধারণ মানুষের ভাগ্যের কোন পরিবর্তন হচ্ছে না। বিভিন্ন মোবাইল ফোন কোম্পানী, বহুজাতিক কোম্পানী, সূদের কার বারী বহু NGO এদেশের সাধারণ মানুষের রক্ত চুষে হাজার হাজার কোটি টাকা কামিয়ে নিচ্ছে। কিন্তু বিপুল এই জনসংখ্যার অশিক্ষিত, স্বল্প শিক্ষিত ও শিক্ষিত যুবক/যুবমহিলা যাদের বয়স ১৮ থেকে ৩২ তাদের কর্মসংস্থানের বড় কোন সুযোগ সহসা তৈরী হচ্ছেনা [বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তারা রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহৃত হচ্ছে এবং তৈরী হচ্ছে দলীয় ক্যাডার, সন্ত্রাসী আর চাঁদাবাজ]। এই বেকার যুব সমাজের ব্যাপক কর্ম সংস্থানের জন্য মত বিনিময় সভার আয়োজন এবং উপদেশ দান ছাড়া কেউ কোন কর্মসূচী হাতে নিয়েছে বলেও আমার জানা নাই। অথচ নামে- রেনামে মন্ত্রী, এমপি গণ বহু লাভজনক প্রতিষ্ঠান তৈরী করে চলেছেন। সম্প্রতি বিকল্প কর্মসংস্থানের নামে বেশকিছু প্রতিষ্ঠান স্বল্প সময়ের মাঝে ফুলে ফেঁপে উঠেছে। দেশের সত্যিকারের সমৃদ্ধির জন্য এই বিপুল যুবসমাজের অংশগ্রহণ ব্যতিরেকে কোন ভাবেই কোন কর্মসূচী বাস্তবায়ন সম্ভব নয় এটা যত তাড়াতাড়ি আমরা উপলব্ধি করব ততই মঙ্গল। এদেশের ভাগ্য বদলাতে পারে এসব যুবরাই এবং তা স্বল্প সময়েই সম্ভব। অর্থনীতিতে আমার জ্ঞান না থাকলেও এটুকু বলতে পারি সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় সবটুকু সমস্যার সমাধান একবারে না হলেও অন্তত শুরু তো হবে! বের হয়ে আসবে আগামী দিনের স্বনির্ভর, বেকারমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার নানান কার্যকরী পথ। ধরাযাক প্রাথমিক পর্যায়ে দেশের ৬৬ টি জেলা থেকে মোট ১ কোটি বেকারকে নির্বাচিত করা হলো যাদেরকে গুরুত্ব, সম্ভাবনা আর এলাকাভিত্তিক প্রয়োজনের ভিত্তিতে একটি নির্দিষ্ট সংস্থার অধীনে বিভিন্ন কাজে লাগানো হবে এবং এই সংস্থার মালিকানা হবে সবার যার লভ্যাংশ সবাই বছর শেষে সমান ভাবে পাবে। আর সকল সদস্য মাসিক ১০০ টাকা হারে টাকা জমা করবে যা হবে প্রকল্পের মূলধন। অর্থাৎ ৬ মাসে মোট ৬০০ কোটি টাকা সংগৃহীত হবে। প্রকল্পের সকল কাজ ও লেনদেন প্রতিদিন ওয়েব সাইটের মাধ্যমে

জানানো হবে এবং স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা হবে। প্রকল্প গুলোকে বিশেষজ্ঞের তত্ত্বাবধানে পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে তাৎক্ষণিক ও সময় সাপেক্ষ এই ভাবে বিন্যস্ত করা হবে। বর্তমানে এ ধরনের বহু লাভজনক প্রকল্প বিদ্যমান। যেমন : ১. কৃষি পণ্য উৎপাদন ও বিপণন ২. দেশীয় কৃষি বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ, সরবরাহ ও বিপণন (বর্তমানে এই চাহিদার সিংহভাগ পূরণ হয় ভারত থেকে বৈধ-অবৈধ পথে আমদানি ও কিছু NGO কর্তৃক যার বাজার মূল্য প্রায় ১০০ কোটি টাকা) ৩. নার্সারী (প্রত্যেক সদস্যকে অন্তত একটি করে ফলদ, বনজ ও ওষধী গাছ লাগাতে হবে আর এভাবে বিপুল বনায়নও সম্ভব হবে)। ৪. ফুল, মাশরুম মশলা ও মৌচাষ চাষ, বিপণন ও রফতানী (অধুনা এ খাতটিতে প্রচুর সম্ভাবনা ও চাহিদা রয়েছে। বর্তমানে ভারত থেকে প্রতিদিন অবৈধ পথে প্রচুর ফুল আমদানি হয় আর দেশে মধুর প্রচুর চাহিদা রয়েছে। দেশে বৈধ পথে গত অর্থ বছরে ১৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের মশলা আমদানি হয়েছে।)। ৫. গরু, ছাগল, ভেড়া, হাঁস, মুরগী পালন ও বিদ্যমান আকাশচুম্বী মাংশের চাহিদা পূরণ যা বর্তমানে ভারত থেকে বৈধ-অবৈধ পথে আমদানি নির্ভর (আধুনিক পদ্ধতিতে মাংশ প্রক্রিয়াজাতকরনের মাধ্যমে বিদেশে রফতানী করা সম্ভব)। ৬. পশুখাদ্য ও মাছের খাদ্য তৈরী ৭. মুরগীর বাচ্চা উৎপাদন, বর্তমানে ভারত থেকে প্রতিদিন অবৈধ পথে মুরগীর বাচ্চা আমদানি হয় ৮. দুধ ও দুধের তৈরী পণ্য উৎপাদন ও বিপণন ৯. খাদ্য সামগ্রী যেমন কেক, বিস্কিট, চানাচুর, পিঠা প্রভৃতি তৈরী ও বিপণন ১০. মজা পুকুর-ডোবায়, বিল-ঝিলে ব্যাপক হারে মাছ, মাছের পোনা ও কাঁকড়া চাষ এবং সম্ভাবনাময় এলাকাগুলোতে মুক্তা চাষ (এক্ষেত্রে আমদানির বদলে রফতানী করা সম্ভব)। ১১. প্রক্রিয়াজাতকরনের মাধ্যমে দেশীয় ফলের সুষ্ঠু বিপণন। ১২. এলাকাভিত্তিক কুটির শিল্প, হস্তশিল্প, মৃৎশিল্প, পাটজাত দ্রব্য ও ক্ষুদ্র কারখানা (যেমনঃ মোমবাতি, সাবান, তেল কল, টিসু পেপার প্রভৃতি) স্থাপন ও উৎপাদিত পণ্যের বিপণন ১৩. বিভিন্ন ভোগ্যপণ্য বিপণন (যেমনঃ তেল, লবণ, ঔষধ, কাপড় প্রভৃতি) ১৪. স্বল্প খরচে কাপড় বুনন (সাধারণ মানুষদের ব্যবহারের জন্য) ১৫. শহরের অফিসগুলোতে সুলভে খাদ্য সরবরাহ তথা ক্যাটারিং ১৬. পতিত জমিতে মশলা চাষ, আমদানি নির্ভর এই খাতে অবৈধ পথে ভারত থেকে শত শত কোটি টাকার লেনদেন হয় ১৭. দেশীয় ভেষজ থেকে প্রসাধনী তৈরী ও বিপণন ১৮. ছোট ছোট ভ্রাম্যমান দোকান (হোমডেলিভারী) ১৯. বিকল্প উৎস থেকে সুলভে কাঠের ফার্নিচার প্রস্তুতকরণ (মেশিনারিজের বাক্স ও জাহাজ থেকে সংগৃহীত কেরোসিন কাঠ) ২০. পচনশীল খাদ্যশস্য সংগ্রহাগার (কোল্ড স্টোরেজ) স্থাপন ২১. ঔষধ শিল্পের প্রয়োজনীয় কাঁচামাল প্রস্তুতকরণ (খুবই সম্ভাবনাময়) ২২. আবর্জনা থেকে জৈব/কম্পোষ্ট সার উৎপাদন (খুবই সম্ভাবনাময়) ২৩. আবর্জনা থেকে জ্বালানী ও বায়োগ্যাস তৈরী ২৪. আবর্জনা থেকে কাগজ তৈরী এবং ঠোঙ্গা, প্যাকেট ও মুদ্রণশিল্পে ব্যবহার ২৫. সৌরবিদ্যুৎ ২৬. পণ্য বিপণনের জন্য নিজস্ব পরিবহন (পিকআপ, রিকশাভ্যান) ২৭. স্বাস্থ্যখাত (এক্ষেত্রে মোবাইল ইউনিটের মাধ্যমে স্বল্প খরচে প্রত্যন্ত অঞ্চলে চিকিৎসা সেবা প্রদান করা সম্ভব) ২৮. তৃণমূল পর্যায়ে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার (Outsourcing, data

entry প্রভৃতি )। বর্তমানে এই খাতে পার্শ্ববর্তী দেশ ভারত গত অর্থবছরে প্রায় ৩ বিলিয়ন ডলার উপার্জন করেছে, আমাদের দেশে মুষ্টিমেয় কিছু প্রতিষ্ঠান এই কাজ করেছে। প্রচন্ড সম্ভাবনাময় এই খাতে প্রচুর কর্মসংস্থান সম্ভব। ২৯. সুপেয় পানির অভাবযুক্ত এলাকা ও আর্সেনিক কবলিত এলাকাগুলোতে surface water development program এর আওতায় পানি ও কর্মসংস্থান করা ৩০. সরকারি অনুমোদন স্বাপেক্ষে শ্রমিক হিসাবে বিদেশ গমনেচ্ছুদের দক্ষতা বাড়ানোর জন্য নির্দিষ্ট নিয়মের আওতায় ও সরকারি তত্ত্বাবধানে প্রশিক্ষন কেন্দ্র খোলা (ভারত, শ্রীলংকা, ফিলিপাইন প্রভৃতি দেশে এ ধরনের প্রশিক্ষন কেন্দ্র বিদ্যমান) ৩১. আন্তর্জাতিক ঔষধ প্রস্তুত প্রতিষ্ঠানগুলোতে ভলান্টারি মেডিক্যাল ট্রায়াল এ কাজ। বর্তমানে এই খাতে শুধুমাত্র পার্শ্ববর্তী দেশ ভারত কাজ করেছে এবং প্রচন্ড সম্ভাবনাময় এই খাত সম্পর্কে আমাদের দেশে কারও কোন পরিস্কার ধারণা নাই। ৩২. প্রকল্পের নির্দিষ্ট ওয়েবসাইট এর সাথে জেলা ভিত্তিক লিংক এর মাধ্যমে প্রবাসী বাংলাদেশীদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে নিত্য নতুন সম্ভাবনার পরামর্শ নেওয়া হবে।

এসব ব্যবসায় অনেকেই বর্তমানে থাকলেও পুঁজির অভাবে এককভাবে সুবিধা করতে পারছে না। এখানে সম্মিলিতভাবে পুঁজি বিনিয়োগ করলে কর্মসংস্থান ও সাফল্য দুটোই সম্ভব। কেননা দেশের লাঠি একের বোঝা। এজন্য বিদেশী অনুদানও প্রয়োজন নাই। উৎপাদিত পণ্যের ভোক্তা হবে এদেশেরই সাধারণ মানুষ, উদ্ভূত হবে রফতানী। মূল লোগান হবে স্বল্প কিন্তু সম্মিলিত পুঁজিতে অধিক লাভ যা সবাই পাবে। হতে পারে এই প্রকল্পটি ডঃ মু ইউনুসের ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচীর মতো সফলতা ও বিশৃঙ্খলীন সীকৃতি পাবে। সম্মানিত পাঠকদের সূতস্ফূর্ত ও গঠনমূলক আলোচনার মাধ্যমে আরো নির্ভুল পথ বের হয়ে আসবে। শুধুমাত্র সদিচ্ছা ও দেশপ্রেম নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে। দেশের সুধীজনদের মাঝ থেকে কেউ উদ্যোগ নিবেন কি?

ডাঃ মোঃ ইবনুল হাসান

ঢাকা

dihrs1@yahoo.com